প্রথম আলো

তারিখ ... 14 AUG 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৭ ...

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের ৩৩ নেতা-কর্মীকে বহিষ্কার ও জরিমানা করেছে প্রশাসন

শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের পক্ষ-প্রতিপক্ষের হামলার বিভিন্ন ঘটনায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীসহ ৩৩ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার, জরিমানা ও সতর্ক করে দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। গতকাল বৃহস্পতিবার এসব শাস্তি ঘোষণা করা হয়। এদিকে গত মঙ্গল ও বুধবার ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের ভাঙচুর ও বাস আটকানোর ঘটনায় সিলেট কোতোয়ালি থানায় মামলা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ইশফাকুল হোসেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সালেহ উদ্দিন জানান, এসব ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশের ভিত্তিতে প্রশাসন এই সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রশাসন সূত্র জানায়, গত বছরের ২৫ অক্টোবর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমানের ওপর হামলা চালায় আরিফ-মলয় গ্রুপ। এ ঘটনায় ছাত্রলীগের মোস্তফা সরকার, নাঈম হাসান ও মলয় সরকারকে দুই সেমিস্টার এবং হীরক রায়, ফজলে রাব্বী, আবদুল্লাহ আল আবেদ ও মাহমুদুল হাসানকে এক সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ছাড়া একই ঘটনায় সজায়, রনি, রউফ, শাওন, উজ্জ্বল, ইকবাল ও অপেলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

গত ৪ ডিসেম্বর প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হন রাজু গ্রুপের আবিদ, হাফিজ, সাকি ও মেহরাগ এবং আরিফ-মলয় গ্রুপের আনসার ও মোশাররফ। এ ঘটনায় উত্তম কুমারকে তিন হাজার টাকা জরিমানা ও সর্বোচ্চ সতর্কবাণী (পরবর্তী সময়ে এমন কাজ করলে স্থায়ী বহিষ্কার), সাইদুর রহমানকে দুই হাজার টাকা জরিমানা ও সতর্কবাণী এবং হাসান আহমেদকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

৩ জানুয়ারি প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হন আরিফ-মলয় গ্রুপের রাজীব কুমার। এ ঘটনায় সাইদুর রহমান ও আক্তার হাসনাতকে দুই সেমিস্টার এবং হাফিজুর রহমানকে এক সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার, তৌহিদ ও তানিমকে পাঁচ হাজার টাকা করে জরিমানা ও সতর্কবাণী, আবদুল্লাহ আল আবেদকে দুই হাজার টাকা জরিমানা ও সতর্কবাণী এবং সাকিউল, আসাদ, সাইফ ও সৌমিত্রকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

গত ৩১ মার্চ প্রতিপক্ষের হামলার শিকার হন ছাত্রলীগের ক্যাম্পাস কমিটির সভাপতি ফজলে রাব্বী। তাঁর ওপর হামলার ঘটনায় হাফিজ ও আবিদকে তিন হাজার টাকা করে এবং আবদুল করিমকে দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

গত ১২ এপ্রিলের ঘটনায় পারভেজ, সুজন ও হাসানকে এক সেমিস্টার করে এবং নাইম ও মহুয়াকে তিন হাজার টাকা জরিমানা এবং বেলায়েতকে সর্বোচ্চ সতর্কবাণী দেওয়া হয়েছে। তাঁদের সবার আবাসিক হলের আসন বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে।

এক ছাত্রীকে উত্যক্ত করার অভিযোগে নেপালি ছাত্র সঞ্জয়ের ওপর হামলার ঘটনায় আজিজুর ও রিফাতকে এক সেমিস্টার এবং উম্মে হানিফাকে (মিথ্যা বলার জন্য) সর্বোচ্চ সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে বিভিন্ন হামলার ঘটনার বিচারের দাবিতে ১০ আগস্ট প্রশাসনিক ভবনে তালা দেওয়ার ঘটনায় আসাদকে দুই হাজার টাকা জরিমানা এবং আবাসিক হলে আসন বরাদ্দ দেওয়ার কাজে বাধা দেওয়ায় রাজুকে সর্বোচ্চ সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

প্রশাসনের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'আমরা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছি। আগামীকাল (আজ) আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানাব।' আরিফ-মলয় গ্রুপের মলয় সরকার জানান, প্রশাসন একতরফাভাবে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ক্যাম্পাসে এর চেয়ে বড় ঘটনারও বিচার হয়নি।

এদিকে পাঁচ দফা দাবিতে ছাত্রলীগের আরিফ-মলয় গ্রুপের গত রোববার থেকে ডাকা অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়, আরিফ ও মলয়কে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাঁদের ধর্মঘট ডাকার কোনো সুযোগ নেই। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, সব বিভাগের ক্লাস ও পরীক্ষা যথারীতি চলবে।